জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ত প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ তুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৫ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 29th April. 1959 | ৪৮শ সংখ্যা

৯ই বৈশাখ ১৮৮১ শকাব্দ

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C.P.Servr

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

জন্মদিন ও জন্মদীন

—০—

কালিকাপুর গ্রামের জমিদার শ্যামাদাস চক্রবর্ত্তী। খুব বড় জমিদার না হলেও গ্রামবাসী সব লোকেই তাঁকে ভূস্বামী তাতে ব্রাহ্মণ বলে' সকলেই খাতির ভক্তি করে। পূর্ব্ব পুরুষের দোতলা বাড়ী, বাগান, পুকুর ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। নূতন স্বাধীনতায় জমিদারী আর নাই। অন্যান্য সম্পত্তি খাজনা দিয়া ভোগ করেন। শ্যাম বাবুর প্রাসাদের পাশেই এক ঘর দরিদ্র কৃষক বাস করে। নাম তার বক্কেশ্বর। গরীব হ'লে তার পূর্ব্ব পুরুষের ত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করার কিছু থাকে না। পিতৃদেব ছেলের যে নাম রেখেছেন তাও সে যেন ভোগ করার অধিকারী নয়। নাম তার বক্কেশ্বর লোকে বখা বলে ডাকে। জমিদার বাড়ীর ঝি চাকররাও বখা বলে ডাকে। কি করবে সে যদিও শ্যাম বাবুর প্রতিবেশী তবুও কিন্তু তাঁর প্রজা নয়। শ্যাম বাবুর পিতামহ কুলগুরু বামনদাস ভট্টাচার্য্যকে দান করেছিলেন ঐ ভূমি। বক্কেশ্বর বামনদাসের ব্রহ্মোত্তরে বাস করে। জমিদারী ও ব্রহ্মোত্তর সব এখন সরকারের উদরে প্রবেশ করায় শ্যাম বাবু যার প্রজা বক্কেশ্বরও তার প্রজা। বক্কেশ্বর ভারত স্বাধীন হবার পূর্ব্ব হতেই স্বাধীনচেতা। রোজ দিন মজুরীতে যে যেদিন ডাকে তার কাজ করে সন্ধ্যাবেলায় মজুরী মিটিয়ে নিয়ে হাটে জিনিষ পত্তর কিনে নিয়ে বাড়ী আসে। কাজে যাবার সময় একখানি কাস্তে নিয়ে যায়। কাজে হ'তে ফিরবার সময় জংলা উলুখড় এক আঁটি কেটে মাথায় নিয়ে বাড়ী আসে। বক্কেশ্বরের বউ রোজ সেই খড় রৌদ্রে দিয়ে শুকিয়ে রাখে। উনন ধরা হয়। তৈলের অভাব হ'লে রাত্রে স্বামী যখন খেতে বসে তখন এক মুঠো এক মুঠো উলুখড় জ্বালিয়ে প্রদীপের অভাব পূরণ করে। এই বউটি খড় জ্বালিয়ে তার আঁধার কুটির আলো করে। বক্কেশ্বর কবি না হ'লেও মুখে মুখে গান তৈরী করে। যদি ভুল হয়েছে কেউ বলে—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় দু নম্বর কেটে নে। ভুল হ'লে তো গলা কাটার হুকুম নাই নম্বর কাটে।

আজ প্রাক্তন জমিদার শ্যাম বাবুর জন্মদিন। অনেক ধনী বন্ধু এসেছে। সন্ধ্যায় গানের আসর বসবে। বক্কেশ্বর কাজ ক'রে বাড়ী ফিরবার পথে গান করতে করতে পথ চলে। জমিদার বাবুর বাড়ীর পর তার বাড়ী। সে গান ধরেছে—

জানো না সে দিন কবে—
যেদিন ভবের পটোল
তুলতে হবে।
বাবুগিরি জমিদারী ক্ষণেক মধ্যে
সব ফুরাবে—
দুয়ারে হাতী ঘোড়া
সেপাই খাড়া
টাকার তোড়া পড়ে রবে।
কব্জী ঘড়ি হাতে দিয়ে
ঘোড় গাড়ীতে কে চড়িবে
শোয়ায়ে দড়ির খাটে
শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাবে।

গান শুনে বউ দরজা খুলে দিল। বক্কেশ্বর তাকে রোজ যে প্রশ্ন করে তাই আরম্ভ করলো (১) ধার শোধ করেছ? (২) ধার দিয়েছ? (৩) জলে ফেলেছ? প্রত্যেক প্রশ্নেই বউ সম্মতিসূচক উত্তর দিলে, স্বামী আদেশ করিলেন—তবে জ্বালাও সহস্র বাতি, ভোজনে বসুক নরপতি।

শ্যাম বাবুর অতিথিরা এই কুটিরবাসী দরিদ্রের প্রশ্নে বিস্মিত হ'য়ে তাকে ডাকতে অনুরোধ করলেন শ্যাম বাবুকে। আহারান্তে বক্কেশ্বর তাদের মজলিসের কাছে এসে বলিল "বিপ্র চরণে প্রাতঃ প্রণাম। সন্ধ্যার পর রাত্রিতে প্রাতঃ প্রণাম শুনে হাল ফেসানী বাবুরা হেসে বল্লে প্রাতঃ প্রণাম মানে তো "গুড্ মর্নিং" বক্কেশ্বর উত্তর দিলে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি আমার জমিদার ছিলেন। গুরুদেব বলিলেন বক্কেশ্বর যা জানে তোমরা তা জান না। রাত্রে প্রণাম নিষেধ, কন্যাদান ছাড়া অন্য কোন দান করা বিধি নয়। প্রণাম তো দান অর্থাৎ ভক্তি দান। ব্রাহ্মণ তৎপরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করেন "জয়োঽস্তু রাত্রে তিনি বলবেন প্রাত-র্জয়োঽস্তু"। হালের বামুনের ছেলেরা বখা যা জানে তাও জানে না বলিয়া লজ্জিত হলেন। শ্যামাদাস বাবু তার বউকে প্রশ্ন যা করে তার মানে বাবুদের শুনাবার জন্য বলায় বক্কেশ্বর উত্তর করলো ধার শোধ করে—বৃদ্ধা মাকে খেতে দেয়। ধার দেয় ছেলেটাকে খাইয়েছে কি না তাই বলে। ছেলেকে সময়ে বৃদ্ধ বয়সে সে যদি মাল-মার বজ্জাত না হয় তবে মা-বাপের ঋণ শোধ করে। জলে ফেলে দেয়—একটা মাতৃপিতৃহীন ভাগনে আছে সেও আমার ঘাড়ে। ওকে যা দেয় তাই জলে পড়ে। বড় হয়ে বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাবে হয়তো যাবার সময় এক কেলেঙ্কারী দিয়ে যাবে বাবা আমার মামাকে ১০০০৲ টাকা দিয়েছিলেন। মামা তা দিলে না। সহস্রবাতি কোথা পাও? বক্কেশ্বর বল্লে রাত্রে উলুখড় জেলে স্ত্রী আমাকে খেতে দেয়। তেল অভাবে প্রদীপ জ্বলে না। সহস্রবাতি বলি ভয় ক'রে লক্ষবাতি বল্‌লে তবে ঠিক হতো। সকলে বুঝলো বখা নেহাৎ বখা নয়। জন্মদিনে জন্মদীনের তেজ দেখে সকলে অবাক হলেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নয়া বর্ষে নয়া বক্তৃতা স্বপন (স্বপণ নহে)

—০—

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে যখন পণ্ডিত জহরলাল স্বাধীন হইলে প্রথমেই কি সুখের আমদানী করিবেন, সেই পাঁয়তারা করিয়া বক্তৃতা করিতেন, তখন তিনি জোর গলায় শুনাইতেন—স্বাধীন হইয়া প্রথম যত কালবাজারী ও খাদ্যে ভেজালদার লোক আছে তাদের ধরে ধরে নিকটস্থ আলো জ্বালানো খুঁটিতে (light post) ঝুলাইবেন—এ ভাষণ এখনও লোকের মনে আছে। সরকারী রেশনের চাউলে কাঁকর ভেজাল কাহারা দেয়, তা তিনি

অবগত আছেন। এই ভাষণকে স্বপন বলা যায় না তিনি জাগ্রত অবস্থায় এই পণ করিয়াছিলেন ইহা স্বপন নয় স্ব-পণ।

নিজের খেয়ালে ১২ বৎসর কাল দেশের টাকা খোলাং কুচির মত উড়িয়ে পরের ঘরে ধার ক'রে দেনদার হ'য়ে সুস্থ ভারত রাজ্যের দরিদ্র নাগরিকদের বিনা কারণে পাকীস্তানের অত্যাচারী শাসকদের খপ্পরে ফেলিয়া দান শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পশ্চিম বাংলা বিধান মণ্ডলীতে আকেল-গুড়ুম্ লাভ করিয়া রাষ্ট্রপতির মারফতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইয়া আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঝোঝুল্যমান অবস্থায় থাকিতে হইবে। এখনও যে নূতন নূতন নির্লজ্জ ভাষণ দিয়া অশিক্ষিত দেশে বাহবা প্রাপ্তি হয় ইহাই আশ্চর্য্য ভাগ্যলিপি।

দারিদ্র্যমুক্ত ভারতে ধনী দরিদ্র সকলের সম সুযোগ ভোগ

রাজপালয়ম, ১৭ই এপ্রিল :—আজ সায়াহ্নে এখানে এক জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, "ভারত তাহার প্রথম স্বপ্ন স্বরাজ লাভ করিয়াছে। এখন সে সমৃদ্ধ ভারত ও সমাজতান্ত্রিক সমবায় কমনওয়েলথ গড়িয়া তোলার দ্বিতীয় স্বপ্নও সাফল্যমণ্ডিত করিতে চলিয়াছে। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রীর এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য ২০ হাজারেরও অধিক লোক সভায় সমবেত হয় এবং প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, "অস্তিত্বের উচ্চতম মান লাভের জন্য আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কঠোর শ্রম করিব।" শ্রীনেহরু তাঁহার স্বপ্নের ভারতের এই চিত্র বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, যে দেশের জনগণ দারিদ্র্যমুক্ত হইবে, সেখানে সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা সব বিষয়ে লাভ করিবে। সে দেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকিবে না। সে দেশে তেমন কোন জাতিভেদ থাকিবে না, আর বর্ত্তমানে যে জাতিভেদ প্রথা আছে তাহাও বিশেষভাবে দূর করা হইবে।

দেশের জনগণ তাঁহাদেরও দেশের লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে ব্রতী হইবে। সে দেশের অধিবাসী বেশ শান্তির জন্য এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য কার্য্য চালাইয়া যাইবে। তিনি আরও বলেন, "একমাত্র অগ্রগতি দ্বারা উহা করা সম্ভব। আর কঠোর শ্রম ও উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারাই অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা উহা হওয়া সম্ভব নয়।" জাতির অগ্রগতির জন্য জনসাধারণকে কঠোর শ্রম করিতে বলিয়া শ্রীনেহেরু বলেন যে, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখা দরকার যে, আমাদের দ্বিতীয় স্বপ্ন সাধনে উহা কিরূপ সাহায্য করিবে। বিদেশ হইতে অর্থ সাহায্য লইয়া দেশের দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করা যাইবে না। আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের দেশের জমি, কারখানায় প্রত্যেক বিষয়ে উহা করিতে হইবে, যাহাতে উহা সমভাবে বিতরিত হয়, তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। তিনি বলেন, "ইহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎপাদন বৃদ্ধিই হইল সব কিছুর ভিত্তি।"

শ্রীনেহেরু বলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হইল জনসাধারণের মধ্যে বহুলাংশে সমতা। আমাদের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্য সকলের মধ্যে বিভাগ দ্বারা সমাজতন্ত্র লাভ করা যাইবে, এ ধারণা ভুল। এখন আমাদের আছে কেবল দারিদ্র্য এবং এই দারিদ্র্য সকলের মধ্যে বিতরণ দ্বারা সমাজতন্ত্র লাভ করা যাইতে পারে না। বিতরণের পূর্ব্বে আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে হইবে।

ট্রামের কামরায় স্কুল ফাইন্যালের তিন শত খাতা

কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস সোমবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ৩ শত খাতা নিজেদের হেফাজতে লইয়াছে। উক্ত খাতাগুলি গত বৃহস্পতিবার ১৬ই এপ্রিল হাওড়া-বালীগঞ্জ সেকশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের মধ্যে পাওয়া যায়।

উক্ত খাতাগুলি তিনটি প্যাকেটে ছিল। পার্ক সার্কাসের ২০২২ নং কণ্ডাক্টর শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার খাতাগুলি ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন। ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষ পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে খাতাগুলির ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। পুলিস সোমবার খাতাগুলির ভার গ্রহণ করে। জানা গিয়াছে যে, খাতাগুলি ভূগোলের এবং উহা নাকি ভবানীপুর হইতে হারাইয়া যায়। এ সম্পর্কে কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস অনুসন্ধান করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ছেলেধরা সন্দেহে ভদ্রলোক প্রহৃত

বেয়াই বাড়ীর পরিবর্ত্তে হাসপাতালে

গত ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১০ টার সময় হাওড়া শিবপুর রোডে জনৈক ভদ্রলোক ছেলেধরা সন্দেহে নিগৃহীত হইয়াছেন বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। উক্ত ভদ্রলোক এক প্যাকেট মিষ্টি লইয়া তাঁহার বেয়াইবাড়ী যাইতেছিলেন এবং পথিপার্শ্বস্থ কয়েকজনকে একটি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা ভদ্রলোকের হাতে মিষ্টির বাক্স দেখিয়া তাঁহাকে ছেলেচোর সন্দেহ করে এবং মারধর আরম্ভ করিয়া দেয়। প্রকাশ যে কিছুকাল হইতে শিবপুর এলাকায় অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মিষ্টান্ন দিয়া ভুলাইয়া অপহরণ করিবার কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় এক্ষেত্রে জনতা উক্ত ভদ্রলোককে ছেলেচোর মনে করে এবং মারধোরের পর শিবপুর থানায় সমর্পণ করিলে আসল তথ্য জানা যায় যে, উক্ত ভদ্রলোক নাকি যথার্থই তাঁহার বেয়াইবাড়ী যাইতেছিলেন। অতঃপর ভদ্রলোককে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

টেণ্ডার নোটীশ

কলেজের ডিগ্রী ব্লকের জন্য নূতন দালান নির্ম্মাণের কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে, তজ্জন্য কার্য্যের প্রথম দফা মজুরী দরের টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

টেণ্ডার দাতাগণ কলেজ আফিসে আসিয়া কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। অথবা দুই টাকার ক্রসড্ পোষ্টাল অর্ডার পাঠাইলে ইহার কার্ব্বন কপি পাইতে পারেন।

আগামী ৪ঠা মে তারিখ ৫ ঘটিকার মধ্যে শীল-মোহর করা খামে কার্য্যের মজুরী দর টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে। ২৩।৪।৫৯

স্বাঃ—শ্রীজগদানন্দ দত্ত
সেক্রেটারী—জঙ্গীপুর কলেজ।

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

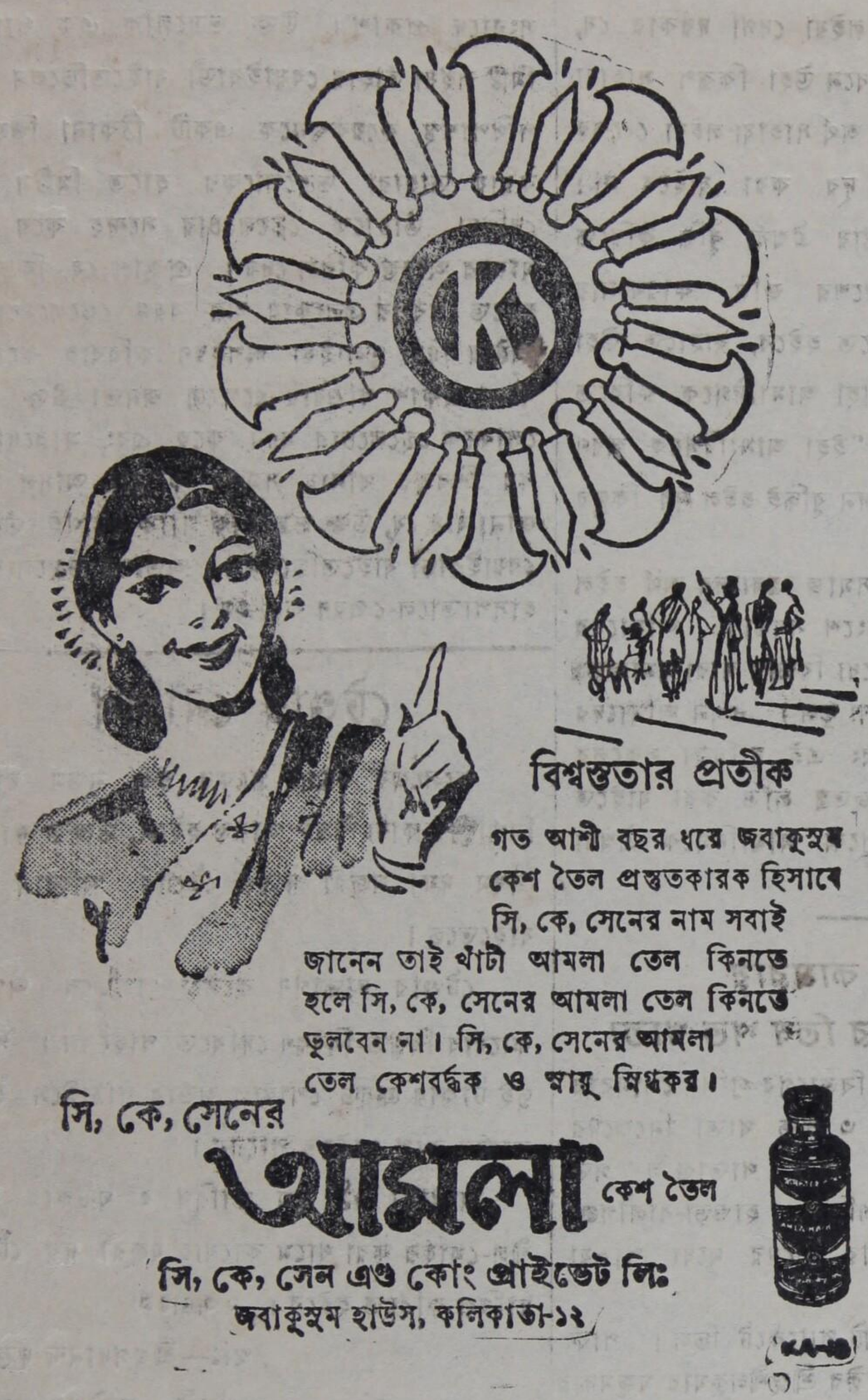

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।